দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান

একজন শিক্ষার্থীর জীবনের দিকনির্দেশক কম্পাসের ভূমিকা পালন করে তাহার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেই কারণে মানসম্মত শিক্ষার জন্য উন্নতমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ দেশে ভালো মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব রহিয়াছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদফতরে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের স্কুলভিত্তিক সর্বশেষ স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, দেশে 'খুব ভালো' মানের অর্থাৎ 'এ' ক্যাটাগরির বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাত দশমিক তিন দুই শতাংশ। অন্যদিকে 'বি' ক্যাটাগরির মোটামুটি ভালো স্কুলের সংখ্যা ৪৯ দশমিক আট পাঁচ শতাংশ। তাহা ছাড়া 'ডি' ক্যাটাগরির দুর্বল ও 'ই' ক্যাটাগরির অকার্যকর স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৮ শতাংশ।

সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে চিত্র মাউশির প্রতিবেদনে উঠিয়া আসিয়াছে, তাহা দৃশ্যত নেতিবাচক মনে হইলেও বাস্তবিক অর্থে ইহা ইতিবাচকও বটে। তাহা এই অর্থে যে, গত বৎসরের তুলনায় 'অতি ভালো' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় দুই শতাংশ। অন্যান্য ক্যাটাগরিতেও উন্নতির ছাপ রহিয়াছে। অর্থাৎ মানের দিক হইতে বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়পড়তায় মধ্যমমানের হইলেও সার্বিকভাবে উন্নতির গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। তবে নেতিবাচক দিকটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় তিন কোটি ৭০ লক্ষ। সেই হিসাব অনুযায়ী, 'এ' এবং 'বি' ক্যাটাগরির বাহিরে প্রায় দেড় কোটির অধিক শিক্ষার্থী নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে। স্বাধীনতার সাড়ে চার দশক পরেও দেশের এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করিতে বাধ্য হয়, এই বিবর্ণচিত্রের বিপরীতে যতটুকু উন্নতি ঘটিতেছে, তাহাও খুব বেশি উৎসাহব্যঞ্জক নহে। জন্মের পর বোধবুদ্ধির বিকাশ ও জ্ঞানার্জনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হইল একটি শিশুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাহার শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণেও সবিশেষ সহযোগিতা করে। একটি শিশু বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসিয়া এবং বিভিন্ন শিশুর সহিত মেলামেশা করিয়া যে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহার নেপথ্যে বড় ভূমিকা রাখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সার্বিক মান। কারণ, একটি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব কেবল পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষাদান নহে বরং শিশুকে সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ অর্জন করিবার শিক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়াটিও গুরুত্বপূর্ণ। আর এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আর এই প্রক্রিয়া ব্যতীত শিশুর ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ঘটে না এবং একজন যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়িয়া উঠিবার পথে ইহাই বড় অন্তরায় হইয়া দেখা দেয়।

আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ এখন নবীন। বর্তমানে প্রায় পৌনে চার লক্ষ শিক্ষার্থী এই দেশের ভবিষ্যৎ হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছে। সুতরাং যথার্থ মানবসম্পদ হিসাবে তাহাদের গড়িয়া তুলিতে হইলে ভালো মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার বিকল্প নাই।